R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

আলমারী, স্টীল চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা : ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
১২ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৫ সাল।
৫ই আগষ্ট, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

উচ্চ মাধ্যমিকে বাড়ালা স্কুল শীর্ষে, সর্বোচ্চ নম্বর পেলেন নিমতিতা স্কুলের পার্থ দত্ত

রঘুনাথগঞ্জ : এবছর উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলে বাড়ালা রামদাস সেন হাই স্কুল এখন পর্যন্ত পাওয়া মহকুমার ফলাফলের মধ্যে সবচেয়ে ভাল। ঐ স্কুলে এবার মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৬০। ২ জন ষ্টারসহ ১৬ জন প্রথম বিভাগে, ৫৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে, ৫২ জন পাশ বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছেন ৩২ জন ও অকৃতকার্য ৭ জন। পাশের হার ৭৬ শতাংশ। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন মুন্সী আবুল কাসেম (৭৮১)। এরপর তুলনামূলকভাবে সাগরদীঘি এস এন হাই স্কুলের ফলাফলও সন্তোষজনক। ঐ স্কুলের মোট পরীক্ষার্থী ১৭৫। কোন ষ্টার ছাড়া প্রথম বিভাগে ১১, দ্বিতীয় বিভাগে ৫৩, পাশ বিভাগে ৬৯ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। কম্পার্টমেন্টাল ২৬ ও অকৃতকার্য ১৬ জন। পাশের হার বাড়ালা স্কুলের মতোই ৭৬ শতাংশ। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন সিঞ্চন মণ্ডল (৭৫০)। জঙ্গীপুর হাই স্কুলের ফলাফলও ভাল। সেখানকার মোট পরীক্ষার্থী ২৪০। ষ্টার নাই। প্রথম বিভাগে ২০, দ্বিতীয় বিভাগে ১০০, পাশ বিভাগে ৪৯ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। কম্পার্টমেন্টাল ও অকৃতকার্যের মোট সংখ্যা ৭১ জন। পাশের হার ৭০ শতাংশ। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন রাহুল জৈন (৭২৪)। মাধ্যমিকে এগিয়ে থাকা রঘুনাথগঞ্জ স্কুলের ফলাফল আশাপ্রদ নয়। সেখানকার মোট পরীক্ষার্থী ১৫৩। একটি ষ্টারসহ প্রথম বিভাগে ৫, দ্বিতীয় বিভাগে ২৪ ও পাশ বিভাগে ৪৫ জন উত্তীর্ণ। কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছেন ৫১ ও অকৃতকার্য ২২ জন। ৬ জন ছাত্র পরীক্ষা দেননি। পাশের হার ৪৯ শতাংশ। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন (৩ পৃষ্ঠায়)

বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি দল জঙ্গিপুর হাসপাতাল ঘুরে গেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ডিষ্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট অফিসের সহযোগিতায় বিশ্ব ব্যাঙ্কের চারজনের এক প্রতিনিধি দল গত ১২ জুলাই জঙ্গিপুর হাসপাতালে আসেন। তাঁরা হাসপাতাল চত্বর ঘুরে এখানে চিকিৎসার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বিভাগের জন্য পৃথক 'ওটি' চালুর পরামর্শ দেন। এখানে ইনফেকসাস ওয়ার্ডটি দীর্ঘদিন ধরে অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। তাঁরা ওয়ার্ডটি চালুর জন্য বলেন। হাসপাতাল চত্বরের অকেজো ড্রেনগুলো ভেঙে নতুনভাবে তৈরী করে এলাকায় জমে থাকা পরিত্যক্ত জল বাইরে বার করার ব্যবস্থা করতে বলেন কর্তৃপক্ষকে। তবে ড্রেনেজের খরচ বিশ্ব ব্যাঙ্ক বহন করবে না সেটাও জানিয়ে দেন। এই প্রসঙ্গে সুপার ডাঃ মাইনুল হক জানান হাসপাতালের পশ্চিমদিকের পিচের রাস্তার নিচে কালভার্ট তৈরী করে জল নিষ্কাশনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে জঙ্গিপুর পুরসভার চেয়ারম্যানকে চিঠিও দেওয়া হয়েছে। আরো জানা যায় রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের রাত্রিবাসের জন্য হাসপাতাল চত্বরে একটা হোটেল-কাম-রেষ্টুরেন্ট চালুরও প্রস্তাব নিয়েছেন প্রতিনিধি দল। আগামী ছ' মাসের মধ্যে কাজ চালু হয়ে যাবে বলে তাঁরা প্রতিশ্রুতিও দিয়ে গেছেন।

টেলিফোন সংযোগ নিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়ম চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও তার অন্তর্গত সেকেন্দ্রা এক্সচেঞ্জে টেলিফোনের সংযোগ নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। এখানে কোন নিয়ম মানা হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে সংযোগ দেওয়া হচ্ছে নাকি টাকার বিনিময়ে। দায়িত্বপ্রাপ্ত লাইনম্যান তাঁর ইচ্ছামত সংযোগ দিচ্ছেন। কেবল্ সংযোগ থেকে খুঁটির মাধ্যমে যে সংযোগ যাচ্ছে সেখানে ধাতব তারের পরিবর্তে বাড়ীতে ব্যবহৃত ড্রপওয়ার দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে লোকাল লাইন দিলেও এস. টি. ডি লাইন দিতে অযথা দেরী করা হচ্ছে। ফলে গ্রাহকেরা সুষ্ঠু পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ডাক্তার ও সাংবাদিকদের সংযোগের ক্ষেত্রে যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে সেসব নিয়মও মানা হচ্ছে না। সমস্ত ব্যবস্থাটা চলছে অদ্ভুত নিয়মে।

বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি-সিপিএম ও সাগরদীঘিতে সিপিএম-কংগ্রেস জোট

সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএম বিজেপির সঙ্গে আঁতাত করে বোর্ড গড়ল গত ২৭ জুলাই। ঐ পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা ১৬। সিপিএম ৭, বিজেপি ২, কংগ্রেস ৫, ফঃ ব্লক ১ ও নির্দল ১। প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত হয়েছে সিপিএম থেকে। মহকুমার পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনে দেখা যাচ্ছে সব রাজনৈতিক দলের উপরতলার নেতা বা নেত্রী যতই বিরোধী দলকে গালিগালাজ করুক; নীচুতলায় পঞ্চায়েতের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, শুধুই কথা বাক্য পারম্পার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৫ সাল।

॥ হাসপাতাল প্রসঙ্গ ॥

জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল সম্বন্ধে আমরা একাধিকবার লিখিয়াছি। কিন্তু লিখিলে কী হইবে? কোন দিকে কোনই সুরাহা অদ্যাবধি হইল না।

প্রথমত, হাসপাতালের ভিতরে ও বাহিরে পরিচ্ছন্নতার প্রশ্ন আসে। এখানে-সেখানে ঝোপঝাড়, ভাঙ্গা প্লাষ্টার, ব্যাণ্ডেজের কাপড়, ছিন্ন কাঁথা-মাদুর ইত্যাদি জমা হইয়া পচিয়া দুর্গন্ধ ছড়ায়। নর্দমা প্রায় মজিয়া গিয়াছে। ভিতরে এক এক জায়গা এমন দুর্গন্ধযুক্ত যে, চলাচল দায় হইয়া উঠে। বিশেষত মহিলা ওয়ার্ডে যাওয়া সুকঠিন পূতিগন্ধের ফলে। দ্বিতীয়ত, হাসপাতালের খাদ্য যাহা রোগীদের দেওয়া হয়, তাহার মান কেমন, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন। অত্যন্ত শক্ত ভাত, জল-তরল ডাল, ঘ্যাঁটজাতীয় তরকারী —এইসব খাদ্য সরবরাহ করিবার সময় বস্ত্রাচ্ছাদিত না থাকায় মাছি বসে। ঔষধপত্র হাসপাতালের ভাণ্ডার ভুলিয়াছে। সরবরাহ নাই, কী করিবার আছে? হীরা হইতে জিরা—সবই রোগীকে কিনিতে হইতেছে।

তৃতীয়ত, এখানে অনেক ডাক্তার নাই; স্বাস্থ্যদপ্তর হইতে ব্যবস্থা লওয়া হয় না। ঔষধের অপ্রতুলতা ত চিরন্তনী ব্যাপার। তদুপরি জানা গিয়াছে যে, এখানে কিছু কিছু আধুনিক সরঞ্জামাদি পাঠান হইলেও তাহা কার্যকর করিবার কেহ নাই। খবরে প্রকাশ, ডিষ্ট্রীক্ট প্রোজেক্ট অফিস হইতে একটি এ্যাম্বুলেন্স যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে রোগীকে বহরমপুর পাঠাইতে ১০০ টাকা হইতে ১১০ টাকা খরচ দিতে হয়। ইউনিসেফ হইতে ব্লাড ব্যাঙ্কের জন্য ১০ কেভি ক্ষমতার একটি জেনারেটর, ব্লাড সুরক্ষার জন্য দুইটি স্বয়ংক্রিয় ফ্রীজ এবং ব্লাড ব্যাঙ্কের ১০০০ বর্গফুট এলাকা ঠাণ্ডা রাখার মেসিন দেওয়া হয়। অকর্মণ্য ইসিজি মেসিন চালু করা হইয়াছে।

কিন্তু অর্থোপেডিক্স, ইএনটি, রেডিওলজিষ্ট, স্কিন, সাইকিয়াট্রিষ্ট ডাক্তার অমিল। তাই মেসিনপত্র বেকার। জেলায় নাকি ৫০ জন ডাক্তারের পদ খালি আছে। বহু হেলথ সেন্টার প্রায় বন্ধ। কুকুরে কামড়ান ওষুধ প্রয়োজনমত পাওয়া যায় না।

তদুপরি হাসপাতালের শিথিল প্রশাসনের সুযোগ অনেকেই লইতেছেন। কিছু জিডিএ অল্প পয়সায় অন্য লোক দিয়া নিজেরা বেশী পয়সা কামাইতে নাকি অন্যত্র যান এবং যথারীতি মাসের শেষে তাঁহাদের মাহিনাও তুলেন। বিভিন্ন কারণ দেখাইয়া রোগীদের (বিশেষত অপারেশনের) নার্সিং হোম অথবা বহরমপুর যাইবার পরামর্শ দান করা হয়। যাঁহারা এ্যানাসথেসিষ্ট, তাঁহারা যেহেতু ঐ পদে কাজে যোগ দেন নাই, তাই অপারেশনের ক্ষেত্রে নাকি সহযোগিতা করেন না; অথচ নার্সিং হোমে গিয়া অজ্ঞান করার কাজ করেন। কারণ বাড়তি পয়সা সেখানে মিলিবে।

সুতরাং এখানে ঔষধ নাই, ডাক্তার নাই, যে সব যন্ত্রপাতি আছে, তাহার ব্যবহার করিবার কেহ নাই এবং যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের ওয়ার্ক কালচার নাই। এই 'নাই'-এর সমাবেশে রোগীদের সুচিকিৎসার সুযোগ নাই এবং হয়ত ভগবানের উপর ভরসা করিয়া বাঁচিবারও বিশ্বাস নাই।

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

ফ্রান্স বিশ্বকাপ জিতল ব্রাজিলকে হারিয়ে; শ্রীবাতুল কিছু বলুন!

—ব্রাজিলের ZEAL থাকলেও ফ্রান্সের SKILL প্রাধান্য পেয়েছে।

* *

খবরে প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী রাজ্যসভায় বলেছেন যে, ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বা টেনশন চায় না, মৈত্রীর সম্পর্ক নিয়ে থাকতে চায়।

—কিন্তু 'ভবী' ভুলবে কি?

* *

'ক্যাগ' এই রাজ্যের ২১টি সরকারী অফিসের হিসেবের নমুনা পরীক্ষায় বহু লক্ষ টাকার গরমিল ধরেছেন। —সংবাদ।

—তো ক্যা? ভোট ত জরুর মিলেগী!

* *

আর এই ২১টি সরকারী অফিসের মধ্যে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত অফিস নাকি সংখ্যায় বেশী।

—বা রে! স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে হিসেবের কচ্‌কচি চলে?

* *

জানা গেল, দুই বিশিষ্ট নেতাজী গবেষক বি পি সাইনী এবং পূরবী রায় মনে করছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য সম্বন্ধে তেমন তৎপরতা দেখাচ্ছে না।

—কেন্দ্রীয় মসনদী মহিমা কি? শ্রীসমর গুহ এবং শ্রীপবিত্রকুমার ঘোষ কিছু বলুন না!

* *

'ইরাবতীর জল ঢুকিয়ে পাকিস্তানের নয়া যুদ্ধ'—সংবাদের শিরোনাম।

—জলাণবিক বোমা?

রাখীবন্ধনের প্রাক্‌লগ্নে

—শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

শ্রাবণী পূর্ণিমায় একটি বিশেষ উৎসব, 'রক্ষাবন্ধন' বা 'রাখীবন্ধন'। এর একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। স্থূলভাবে দেখা যায় যে পরস্পরের হাতে রাখী বেঁধে প্রীতির বিনিময় করা হচ্ছে। রক্ষাবন্ধন—রক্ষা সাধনার্থে বন্ধন—একটি প্রতীকী বিষয়। এর মূলে আছে রক্ষা। কিন্তু কীসের রক্ষা?

এ সম্পর্ক আলোচনার পূর্বে আমরা রাখীবন্ধনের প্রাচীনত্বের কথা মনে করতে পারি। সনাতন হিন্দুধর্মের সুপ্রাচীন শাস্ত্রাদিতে ও মহাকাব্যগুলিতে রক্ষাসূত্র বন্ধনের বিষয় দেখা যায়। যুগ যুগ বাহিত সেই ঐতিহ্য চলে আসছে। কী রাজনৈতিক, কী সামাজিক, কী আধ্যাত্মিক—সর্বক্ষেত্রে রাখীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শোনা যায় যে, বাহাদুর শা চিতোর অধিকার করবার জন্যে সসৈন্যে ছুটে আসছেন। অসহায়া রাণী পদ্মাবতী অত্যন্ত চিন্তায় পড়লেন। অনেক ভেবে রাণী দূত মারফৎ দিল্লীর বাদশা হুমায়ুনের কাছে একটি রাখী পাঠিয়ে বাদশাকে 'রাখীভাই' সম্বোধন করে ভগ্নীর মান-মর্যাদা রক্ষা করার অনুরোধ জানালেন। বাদশা 'ভগ্নী'র সম্মান রক্ষা করতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু তাঁর পৌঁছুতে বিলম্ব হওয়ায় রাণী 'জহরব্রতে' প্রাণ দিলেন। ক্ষুব্ধ হুমায়ুনের আফশোষের অন্ত রইল না যদিও তাঁর আন্তরিকতা ছিল।

ভারত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। নানা বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্রপন্থার ক্রিয়াকলাপ, দেশাত্মবোধকে বিসর্জন দিয়ে, মুখে দেশ-জননীকে 'বন্দেমাতরম্'-এ সম্বোধিত করে, স্বার্থপরতা-নীতিহীনতা-লোভপরতন্ত্রতার উজ্জীবন ঘটান হচ্ছে। ফলে রাষ্ট্রীক উন্নতি ও অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধনের মাধ্যমে সারা বাংলায় সম্প্রদায় নির্বিশেষে অপূর্ব জনজাগরণ ঘটিয়েছিলেন। সকলে একতাবদ্ধ হওয়াতেই এটা সম্ভব হয়েছিল। কবিগুরু বলেছিলেন, 'একতাবদ্ধ একটা জাতির নিবিড় ঐক্য গুঁড়িয়ে দিতে পারে, কোন শাসকের খড়্গেই নেই এত ধার'।

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের মধ্যে সহমর্মিতা, সহকারিতা ও সহযোগিতা থাকলে সাধিত হবে রাষ্ট্রের উন্নতি। ঘৃণা নয়, পরস্পরের ভালবাসায় গড়ে উঠবে সুসংহত একটা জাতি—যার মধ্যে নানা উপাসনারীতি থাকলেও সেটা হবে দেশকে জননী এবং নিজেকে তাঁর সন্তান ভাবনার পবিত্র ধ্যান ও ধারণায় সংপৃক্ত।

(৩য় পৃষ্ঠায়)

জোতকমল গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান পদ হাই কমাণ্ডের দুর্বলতা হাত ছাড়া হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের জোতকমল গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট সদস্য সংখ্যা ১৪। জাতীয় কংগ্রেস ৫, বিজেপি ৫, সিপিএম ৩ এবং আরএসপি ১ আসন পায়। এই পঞ্চায়েতে বিজেপিকে ঠেকানোর জন্য জাতীয় কংগ্রেস, সিপিএম এবং আরএসপির আঁতাত হয়। তাতে কংগ্রেসের প্রধান রমজান খাঁ এবং উপপ্রধান আরএসপির রিয়াজুল করিমের নাম প্রস্তাবিত হয় বলে জানা যায়। বিশ্বস্ত সূত্রের খবরে প্রকাশ, কংগ্রেসের হাই কমাণ্ড বিধায়ক হাবিবুর রহমান জোতকমল গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের ব্যাপারে অরবিন্দ সিংহরায়, জয়কুমার জৈন এবং কৈলাশ সিংহরায়কে দায়িত্ব দেন। অরবিন্দ সিংহরায় বলেন—সিপিএম না বিজেপির সঙ্গে আঁতাত হবে। তাতে কংগ্রেসের নির্বাচিত সদস্য কমল সরকার প্রধান ও কৃষ্ণা দাস উপ-প্রধান হবেন। ২৬ জুলাই বোর্ড গঠনের সময় কমল সরকারকে না মানলে কমল ভোটদানে বিরত থাকেন। যার ফলে কংগ্রেসীরা উত্তেজনায় কেটে পড়ে। এর ফলে বিজেপি কৃষ্ণা দাসকে প্রধান ও রাজকুমার জৈনকে উপপ্রধান করে বোর্ড গঠন করে এবং শপথ নিয়ে বেরিয়ে যায়। নিয়ম অনুসারে বিজেপিকে ৭ সদস্যের সমর্থন দেখাতে হবে। এর ফলে জোতকমল গ্রাম পঞ্চায়েত দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে। কংগ্রেসের সুষ্ঠু সংগঠনের অভাবে এই পরিণতি বলে কিছু কংগ্রেসী মন্তব্য করেন।

উচ্চ মাধ্যমিকে বাড়ালা স্কুল শীর্ষে (১ম পৃষ্ঠার পর)

তুহিনশুভ্র মজুমদার (৭৬৬)। মাধ্যমিকের ফলাফলে শীর্ষ থাকা শুধুমাত্র কলা বিভাগ চালু থাকা রঘুনাথগঞ্জ গার্লস স্কুল উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলে সর্বনিম্ন স্থানাধিকারী। ঐ স্কুলের মোট পরীক্ষার্থী ৭৪। প্রথম বিভাগ নাই। দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছেন ১৪ জন ও পাশ বিভাগে ১৯। কম্পার্টমেন্টাল ২৬ ও অকৃতকার্য ১৫। পাশের হার ৪৬ শতাংশ। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন জয়শ্রী বড়াল (৫৬৮)। মির্জাপুর দ্বিজপদ হাই স্কুলের মোট পরীক্ষার্থী ৭৪। প্রথম বিভাগে ১ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১৭, পাশ বিভাগে ৪০। অকৃতকার্য ১৬ জন। পাশের হার ৭৮ শতাংশ। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন চিন্ময় মণ্ডল (৬৬২)। ধুলিয়ানের কাঞ্চনতলা জে ভি জে ইন্সটিট্যুশনে এবার মোট পরীক্ষার্থী ২২০। প্রথম বিভাগে ৭, দ্বিতীয় বিভাগে ৬৫, পাশ বিভাগে ৮৮ ও অকৃতকার্য ৬০ জন। পাশের হার ৭৩ শতাংশ। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন মেহেদী হাসান। (৭০৯)। তবে জঙ্গীপুর মহকুমার স্কুলগুলির মধ্যে এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বরের তালিকায় নিমতিতা জি ভি জি হাই স্কুলই শীর্ষে। ঐ স্কুলের পার্থ দত্ত পেয়েছেন ৮৩৯ নম্বর। তবে ঐ স্কুলের সামগ্রিক ফল পাওয়া যায়নি। স্কুলের মোট ৯৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ঐ একজন ষ্টারসহ প্রথম বিভাগে ৪ ও দ্বিতীয় বিভাগে ১৫ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে গৃহ-বধূর মৃত্যু—দেওর গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩১ জুলাই রাতে ফরাক্কা থানার পলাশী গ্রামের সফিক সেখের স্ত্রী মানোয়ারা বিবি (২৩) অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। জানা যায়, বিয়ের পর থেকে নানা কারণে শ্বশুরবাড়ীতে মানোয়ারার উপর অত্যাচার চলছিল। পুলিশ এই ঘটনায় সফিকের ভাই কালুকে গ্রেপ্তার করে।

রাখীবন্ধনের প্রাক্‌লগ্নে (১ম পৃষ্ঠার পর)

কবিগুরু বলেছেন—'তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া,/ বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া'। রাখীবন্ধনের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে সেই 'বিরাট হিয়া,' যার লক্ষ্য হবে এ দেশের ধর্ম-সংস্কৃতি-সার্বভৌমত্ব-ঐক্য রক্ষা। এর জন্যে চাই সংঘ-চেতনা—'সংঘং শরণং গচ্ছামি'। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এই 'রাখীবন্ধন'-এর মাধ্যমে উপরিলিখিত লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে আহ্বান জানান। সেখানে আছে মানসিক সদ্‌বৃত্তির উত্তরণ ঘটিয়ে সুদৃঢ় রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস। এই উৎসবের প্রাক্‌লগ্নে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল ভারতসন্তান দেশকে মাতৃভাবনায় মধুময় করুন এবং এক সংঘচেতনা সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হোক—এই কামনা করছি

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র (ক্যাড সেন্টার)
বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

চালু চিমনী ভাটা বিক্রী

৩৪নং জাতীয় সড়কের ধারে গদাইপুর এলাকায় একটি চালু চিমনী ভাটা এবং ব্যবসা উপযোগী আনুমানিক ২৫ বিঘা জায়গা বিক্রী আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা—

অশোককুমার জৈন

মহাবীর বস্ত্রালয়

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন : ৬৬২২৩

হল্লাকারীদের গুলিতে একজনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২ আগষ্ট ফরাক্কা থানার পশ্চিম শিবতলা এলাকায় কয়েকজন যুবক হল্লা করছিল। এর প্রতিবাদ করতে যান ঐ গ্রামের কুদ্‌দুশ সেখ (৪০)। সেই সময় হল্লাকারীদের একজন তাঁর বুক লক্ষ করে গুলি করলে কুদ্‌দুশ ঘটনাস্থলে মারা যান। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

সিপিএমের পৌর ইউনিটের প্রথম সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২ আগষ্ট জঙ্গীপুর পৌরসভার ইউনিয়ন অফিসে সিপিআই (এম) দলের পৌর অফিস শাখার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা করেন লোকাল সম্পাদক গিয়াসউদ্দিন। এছাড়া ফরেজ আলী ও শত্রুঘ্ন সরকার সম্মেলনে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন। ঐ দিন শাখা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হ'ন শৈলেন মুখার্জী।

QUALIFIED COST ACCOUNTANT (AICWA) and C. A. (FINAL) STUDENT—
B. Com. PASS & HONS. ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগের ঠিকানা— দুষ্মন্ত দাস, C./O. ডাঃ স্বাধীনকুমার দাস, গোডাউন রোড, রঘুনাথগঞ্জ। Phone No. 66-640

ডাঃ ধ্রুব রায়
নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ সার্জেন এবং অডিওমেট্রিস্ট
(কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত)
প্রতি রবিবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
নিম্ন ঠিকানায় বসবেন—
কসমো মেডিক্যাল হৌস
রঘুনাথগঞ্জ : বাগানবাড়ী : মুর্শিদাবাদ

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

সিপিএম-কংগ্রেস জোট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এখানে কোন দলের কাছে কোন দলই অচ্ছুত নয়। প্রাধান্য পাচ্ছে এলাকাভিত্তিক ব্যক্তি রাজনীতি। তবে কংগ্রেসের মতে, যারা আমাদের সিপিএমের বি টিম আখ্যা দেয় তারাই সিপিএমের সঙ্গে সব নীতি বিসর্জন দিয়ে গাঁটছড়া বাঁধায় প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে কারা কট্টর সিপিএম বিরোধী। অন্যদিকে সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএম কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে বোর্ড গড়েছে। প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন সিপিএমের অন্নপূর্ণা মণ্ডল ও উপপ্রধান কংগ্রেসের সামশুল হোদা। মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান নির্দল থেকে উষা রাজমল্ল ও উপপ্রধান হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের ফারুক মেইন।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত
অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক
রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)
প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা
ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)
এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।
হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিণ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।
বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—
রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।
বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%
সততাই আমাদের মূলধন
জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মনিয়া সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।